বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ খ্রী.

SHED
HOPE→ACTION→TRANSFORMATION

সোস্যাল হেল্থ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট (শেড) বোর্ড।
৩৩ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর ১০, ঢাকা ১২১৬

পরিচালক সারসংক্ষেপ

মাননীয় চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আপনাদের সকলকে জানাই খ্রীষ্টিয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে, তার অসীম কৃপায় আরেকটি আশীবাদের বছর সফলতা ও নিরাপত্তার সাথে সম্পূর্ণ করে, আপনাদের সম্মুখে শেড বোর্ডের ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছি। বিগত বছরে শেড বোর্ডের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নে আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা ও সকল প্রকার পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনাদের সকলের সদয় অবগতির জন্য জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত শেড বোর্ডের সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি। একই সাথে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা- ২০২৪ খ্রী., শেড বোর্ডের প্রস্তাবিত বাজেট- ২০২৪ খ্রী. এবং শেড বোর্ড'র অনুমোদিত অডিট রিপোর্ট-২০২৩ খ্রী. আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর, বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থাগুলি (এনজিও) প্রাথমিকভাবে ত্রাণ ও পুনর্বাসনে মনোনিবেশ করেছিল বটে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে, খাতটি বিকশিত হয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সুশাসনের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখছে। বর্তমানে, প্রায় ২৫১০ টি এনজিও, বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ৩০% দাবি করে।
তাদের মধ্যে, সামাজিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উন্নয়ন (শেড) বোর্ড দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন সেক্টরে নিযুক্ত, শেড বোর্ড প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে ।

শিক্ষা সম্প্রসারণে শেড বোর্ড ৩২ টি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং হতদরিদ্র শিশুদের জন্য দুটি ছেলেদের হোস্টেল এবং একটি মেয়েদের হোস্টেল পরিচালনা করছে। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে (সিএইচসি) আওতাধীন-জেনারেল হেলথ কেয়ার, কুষ্ঠরোগ হাসপাতাল পরিষেবা প্রদান, (সিসিএইচসি) এবং নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন সমাজের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে এই সংস্থাটি স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিগত ১০০ বছরের ও অধিক সময় ধরে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে চলছে।

সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শেড বোর্ড রাজশাহীর জেলার, তানোর উপজেলায় "আদিবাসী নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প" পরিচালনা করছে, ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয় কর্মসূচি এবং সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে। দুর্যোগ বাংলাদেশের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় তাই, দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রচেষ্টা শেড বোর্ডের নৈতিক দায়িত্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।
শেড বোর্ড এবং কম্প্যশন ইন্টার ন্যাশনাল বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাপ্টিস্ট চার্চ সংঘের অন্তর্গত বিভিন্ন মন্ডলিতে স্পন্সরশিপ প্রকল্পের মাধ্যমে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হতদরিদ্র শিশুদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন ও পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে বলতে চাই আমরা ২০২৩ খ্রী. শেষ করেছি। ২০২৪ খ্রী. আপনাদের পরামর্শে শেড বোর্ডের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনার্থে আপনাদের নতুন নতুন চিন্তাধারা টেকসই উন্নয়নের পরিধি আরো বৃদ্ধি করতে পাড়বো বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ধন্যবাদান্তে
মলিনা কর্মকার
পরিচালক, শেড বোর্ড।

সোসিয়াল হেল্থ এন্ড এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট (শেড) বোর্ড

সূচিপত্র

- শেড বোর্ড সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল
- শেড বোর্ড –ভিশন, মিশন
- শেড বোর্ড টিম
- শেড বোর্ড শিক্ষা কার্যক্রম
- শেড বোর্ড স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম
- শেড বোর্ড সামাজিক উন্নয়ণ কার্যক্রম
- শেড বোর্ড পার্টনারশিপ কার্যক্রম
- শেড বোর্ড অ্যাকশন প্ল্যান ২০২৪ খ্রী.
- শেড বোর্ড বার্ষিক অডিট ২০২৩ খ্রী.
- শেড বোর্ড বার্ষিক বাজেট ২০২৪ খ্রী.

ভূমিকা

সোস্যাল হেল্থ এন্ড এডুকেশন ডেভলপমেন্ট (শেড) বোর্ড। একটি জাতীয় ত্রাণ ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা। এটি বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ (বিবিসিএস) এর একটি সেবা মূলক অঙ্গসংগঠন।

ইতিবৃত্ত এই যে, বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের নীতি নির্ধারকগণ উপযুক্ত নাম এবং স্বত্ত্বার অধীনে একটি সেবা বিভাগ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তার প্রেক্ষিতে প্রথমে ১৯৭৬ খ্রি. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী সোস্যাল ইনস্টিটিউশন বোর্ড Social Institutions Board (SIB) নামকরণ করা হয়, পরবর্তীতে Regulations Ordinance and Rules 1978. প্রতিষ্ঠানটির নাম "সোস্যাল হেল্থ এন্ড এডুকেশন ডেভলপমেন্ট (SHED) বোর্ডে নামে পরিবর্তন করা হয় এবং পরবর্তীতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মহাপরিচালক দ্বারা নবায়ন করা হয়েছে ১৯৮২ খ্রি.। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর DSW/FDO/R-১৩৪- মেমো নং DSW/ER/FD/ ১৪৭/৭৫৩ তারিখ: ২৩/১১/১৯৮২খ্রি.। বর্তমানে ২০৩০ খ্রি. পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন রয়েছে।

ভিশন

এমন একটি সমাজ যেখানে প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে আত্মসম্মান ও মর্যাদার সাথে তার মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

মিশন

খ্রীষ্টিয় প্রেম ও শিক্ষার আলোকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ভালবাসা প্রদর্শন করে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পরিচর্যা প্রদান করা।

উদ্দেশ্য

- ভূমিহীন প্রান্তিক কৃষক এবং দুস্থ নারী ও শিশুদের উপর বিশেষ গুরুত্বদিয়ে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।
- কমিউনিটিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হবে যা প্রান্তিক জনগণের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা পূরণ হবে।
- একটি সামগ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে উন্নত শিক্ষা প্রদান করা যাতে শিশুরা মূলধারার প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় ভর্তি হয়।
- জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি গ্রস্তদের সহায়তা করা।

শেড বোর্ড টিম

মিসেস মলিনা কর্মকার
পরিচালক , শেড বোর্ড

মি. লিটন বৈদ্য
এডমিন এন্ড এইচ আর অফিসার

মি. রুবেন মিত্র
পিডিএ- কোঅর্ডিনেটর

মিসেস লাভলী রয়
একাউন্টস অফিসার

মি. নয়ন সরকার
প্রোগ্রাম অফিসার

মি. সান্তনু বিশ্বাস
এডুকেশন অফিসার

অঞ্জনা হালদার
কুক কাম ক্লিনার

মি. মিঠুন মন্ডল
ড্রাইভার কাম পিয়ন

শিক্ষা কার্যক্রম

- প্রকল্পের লক্ষ্য: বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের অন্তর্গত মন্ডলী গুলোতে দুই বছরের উর্ধে শিশুদের প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা যা শিশুদের স্কুল মুখি করতে সহায়তা করবে।
- উদ্দেশ্য: বাংলাদেশে ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ এলাকায় প্রিস্কুল পরিচালনা করা এবং প্রতিটি স্কুলে ২০-২৫ জন শিশুর জন্য ২ বছরের প্রিস্কুল শিক্ষা নিশ্চিত করা। এই শিক্ষার মাধ্যমে আগামী দিনে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির পথ সহজ করবে এবং সমাজ ও পারিবারিক জীবনে মঙ্গলজনক হবে।

শেড বোর্ড প্রিস্কুল প্রকল্প

শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের কথা চিন্তা করে এবং শিশু অধিকার থেকে বঞ্চিত শিশুকে শিক্ষার আওতাধীন করে জাতিকে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রদানের লক্ষ্যে শেড বোর্ডের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি শিশু আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তাই সমাজে পিছিয়ে পরা হতদরিদ্র, শিক্ষার প্রতি বিমুখ শিশুদের এ প্রকল্পের আওতায় এনে তাদের বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে বাংলা , ইংরেজি , গণিত বিষয় শিক্ষা প্রদান করা হয় এর পাশাপাশি শরীরচর্চা , নৈতিকতা শিক্ষা ও চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি বিকাশের জন্য বিভিন্ন দলীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে, শিশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পূর্ণ আচরণ করা হয় যাতে স্কুল ও শিক্ষকদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে এবং তারা উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয় । শেড বোর্ড পরিচালিত প্রিস্কুল প্রকল্পে বাংলাদেশের ১০ টি জেলায়, মোট -৩২ টি প্রিস্কুল পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য যাদের বয়স ৩-৫ বছর সেসব শিশুরা ২ বছরের প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে আর এই উদ্দেশ্যে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়েছে। শিশুদের সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে সৃজনশীলতা বিকাশ ছবি অঙ্কন, নাচ, গান ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের পর শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার উন্নয়নে শেড বোর্ড দক্ষতার সাথে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করছে।

প্রিস্কুল শিশু সংখ্যা-২০২৩ খ্রী.

- বরিশাল এবিসিএস - ৪ টি, শিশু সংখ্যা-৯২ জন
- গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এবিসিএস -৪ টি- ৯৪ জন
- খুলনা এবিসিএস- ৩ টি, শিশু সংখ্যা - ৬৩ জন
- রাজশাহী এবিসিএস- ৩ টি, শিশু সংখ্যা - ৬৫ জন
- রংপুর এবিসিএস- ৪ টি,শিশু সংখ্যা - ৭৯ জন
- দিনাজপুর এবিসিএস- ৪ টি, শিশু সংখ্যা - ৮৮ জন
- ময়মানসিংহ এবিসিএস-১ টি, শিশু সংখ্যা - ২৫ জন
- ঢাক এবিসিএস- ১ টি, শিশু সংখ্যা - ৪৯ জন
- যশোর এবিসিএস- ৩ টি -শিশু সংখ্যা - ৬৮ জন
- শ্রীমঙ্গল অঞ্চল- ২ টি, শিশু সংখ্যা - ৫৮ জন
- টাঙ্গাইল - ১ টি, শিশু সংখ্যা - ২৫ জন
- সিরাজগঞ্জ অঞ্চল- ১ টি, শিশু সংখ্যা -২২ জন
- ছেলে- ৩৬৫, মেছে-৩৬৩= ৭২৮ জন

উল্লেখযোগ্য অর্জন ২০২৩ খ্রী.

১। ৩২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শিশুশিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয় হয়েছে
২। বয়স ৫ উর্ধ্ব ২৬৮ জন শিশু প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে
৩। ২০২৩ খ্রী প্রি স্কুলে মোট ৭২৮ জন শিশু শিক্ষা গ্রহণ করেছে
৪। প্রিস্কুল শিশুদের সানডে স্কুলের মাধ্যমে ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে
৫। প্রতি ৩ মাস অন্তর প্রত্যেক প্রিস্কুলে অভিভাবক মিটিং করা হয়েছে শিশুদের শিক্ষা উন্নয়নে দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে
৬। প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক স্কুলে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে
৭। নিয়মিত প্রিস্কুল গুলো পরিদর্শন নিশ্চিত করা হয়েছে
৯। প্রিস্কুল প্রকল্পের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনার্থে শেড বোর্ড সেন্ট্রাল অফিস ঢাকাতে " এডুকেশন অফিসার" নিয়োগ করা হয়েছে।

মোট শিক্ষক ৩৩ জন

মোট সুবিধাভোগী ৭২৮ শিশু

বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৪ খ্রী.

১। ৩৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
২। ২০২৪ খ্রী নতুন শিশু প্রিস্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করা হবে।
৩। ২০২৩ খ্রী প্রিস্কুলের ২৬৮ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি নিশ্চিত করা হবে।
৪। সানডে স্কুল ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে।
৫। অভিভাবকদের জন্য শিশু অধিকার, শিশুদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
৬। সামাজিক শিষ্ঠাচার ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে অধিক গুরুত্ব দেয়া হবে।
৭। প্রয়োজন অনুসারে প্রিস্কুল গুলোতে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা।
৮। শিশুদের অধিকতর নিরাপত্তা ও কল্যাণে নতুন "শিশু নীতিমালা " তৈরি করা এবং এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
৯। সরকারি নতুন শিক্ষা নীতি মালা অনুসারে শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করা।
১০। শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণে দাতা সংস্থার সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে।

সফলতার গল্প

শিশুর নাম: অর্নব অধিকারী,
শিশুর বয়স: ৫ বছর,
স্কুলের নাম : মাধবপাশা শেড বোর্ড প্রিস্কুল,
পিতার নাম: সাধন অধিকারী,
মাতার নাম: চৈতি অধিকারী,
ঠিকানা-গ্রাম: মাধবপাশা, পো: মাধবপাশা, থানা: এয়ারপোর্ট, জেলা: বরিশাল।

অর্ণবের বাবা বৈদ্যুতিকের কাজ করেন, তার মা একজন গৃহিণী। অর্নবের বাবার আয় দিয়ে তাঁদের সংসার চলে। তারা যে ঘরে বসবাস করেন তা বাঁশের বেড়া, টিনের ছাউনি ও মেঝে মাটির তৈরি। পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা রয়েছে।

এই স্কুলের শিক্ষক মি. লিয়ন বাড়ৈর মাধ্যমে অর্ণবের বাবা-মা এই প্রিস্কুল সম্পর্কে জানতে পারে। যদিও ঐ এলাকাতে অন্য কোন প্রিস্কুল ছিল না। শিশুটি স্কুলে ভর্তির আগে তার পরিবারের সিদ্ধান্তের অভাব, টিকা কার্ড ও জন্ম নিবন্ধন, যাতায়াতের সমস্যাসহ কিছু বাঁধা ছিল। পরবর্তীতে তার বাবা-মা প্রিস্কুলের উপকারিতা বুঝতে পারেন এবং তার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করান।

ভর্তির শুরুতে অর্নব অন্যমনস্ক ও কান্না করলেও, স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি হলে ধীরে ধীরে শিক্ষকের যত্নে ও সহ-পাঠিদের সঙ্গে খেলা ও আনন্দ করে ক্লাসে মনোযোগী হয়ে উঠে। শেড বোর্ড প্রিস্কুলের সংস্পর্শে এসে শিশুর পরিবার আর্থিক কোন সহযোগিতা পায়নি, তবে অর্নব অধিকারী স্কুলে ভর্তি হওয়ার ফলে সে স্কুলে যাওয়ার ভয়কে জয় করেছে, স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত হতে শিখেছে, পাঠ্যপুস্তক চিনেছে, অক্ষর জ্ঞান, অক্ষর লেখা ও সুন্দর হাতের লেখার অনুশীলন, ছোট-বড়, ভালো-খারাপ, ভদ্রতা সহ ধর্মীয় অনুশাসন গুলো সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করতে শিখেছে। এই শিক্ষা গ্রহণকালে সে স্কুল হতে পাঠ্যপুস্তক, সিলেট, শিক্ষা উপকরণসহ শিক্ষা চর্চার সহযোগিতা পেয়েছে।

ভবিষ্যতে অর্ণব অধিকারী ভালো স্কুলে ও কলেজে লেখা-পড়া করতে চায়। লেখাপড়া শিখে সে একজন ভাল ডাক্তার হতে চায় এবং পরিবার সহ সকল দরিদ্রদের চিকিৎসা সেবা দিতে চায়। এখন অর্নব অধিকারী ও তাঁর বাবা-মা খুবই খুশি। তাঁর বাবা-মা শেড বোর্ড প্রিস্কুলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন এবং তারা প্রার্থনা করেন যে, এই স্কুলের মাধ্যমে যেন অর্নবের মত আরো হাজারো শিশু শিক্ষা জীবনের শুরুতেই সু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অর্ণব অধিকারী বলে শেড বোর্ডের প্রিস্কুল দীর্ঘজীবী হউক।

প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

শেড বোর্ড নিজস্ব কর্ম এলাকায় মোট ৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছে। স্কুলগুলো যথাক্রমে কেরি মেমোরিয়াল প্রা: বিদ্যা: দিনাজপুর, পার্বতীপুর প্রা: বিদ্যা: দিনাজপুর, মুন্ডুমালা প্রা: বিদ্যা: রাজশাহীর, বিএমআইএস মিরপুর-১০,ঢাকা। প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে সকল জাতি গোষ্ঠীর এবং ব্যক্তি মানুষের মেধা বিকাশ ও জাতীয় জীবনের মানবতা, নৈতিকতা, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিস্তার।" বাংলাদেশ সরকার দেশের শিক্ষা উন্নয়নে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে, শেড বোর্ড নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা উন্নয়নে দেশের জন্য একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রকল্পগুলোকে এলএমআই-জার্মান এবং এইচএমকে- জার্মান দাতা সংস্থা আর্থিক সহায়তা পরিচালিত হচ্ছে। তাদের এই চলমান আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই ।

মোট শিক্ষক ৩ জন

মোট শিক্ষিকা ২৮ জন

মোট সহকর্মী ৬ জন

মোট সুবিধাভোগী ৪৭৯ জন

- প্রকল্পের লক্ষ্য:- প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর শারীরিক, মানসিক সামাজিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগ-অনুভূতির বিকাশ সাধন এবং তাদের দেশাত্মবোধ, বিজ্ঞানমনস্ক, সৃজনশীল ও উন্নত জীবনদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
২. শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুর কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ও নান্দনিক বোধের উন্মেষে সহায়তা করা।
৩. বিজ্ঞানের নীতি-পদ্ধতি ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন, সমস্যা সমাধানে তার ব্যবহার এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও অনুসন্ধিৎসু করে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।
৪. ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ এবং নিজেকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা। গাণিতিক ধারণা, যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।
৫. সামাজিক ও সুনাগরিক হওয়ার গুণাবলি এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।
৬. ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবনের মাধ্যমে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।
৭, অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, পরম সহিষ্ণুতা, ত্যাগের মনোভাব ও মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।
৮. প্রতিকূলতা মোকাবেলার মাধ্যমে শিশুর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।
৯. নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়তা করা।
১০. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানতে ও ভালোবাসতে সহায়তা করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।
১১. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনে সচেষ্ট করা।
১২. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভালোবাসতে সাহায্য করা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফলাফল ২০২৩ খ্রী.

প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পরিক্ষার্থী	এ +	এ	এ-	বি	সি	এফ	মোট	পাসের হার
পার্বতীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৪	৬৪	৬	১৩	১৩	৮	২৪	০	৬৪	১০০%
মুন্ডুমালা প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭০	৭০	৮	২২	১০	১৪	৬	১০	৬০	৯৪%
বি এম আই এস প্রা. বিদ্যালয়	১১০	১০১	৮০	১৫	৩	২	১	০	১০১	১০০%
কেরি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	২১৬	৯৩	৬২	২৫	১৩	২৩	০	২১৬	১০০%
মোট শিশুর সংখ্যা:	৪৭৯	৪৫১	১৮৭	১১২	৫১	৩৭	৫৪	১০	৪৫১	

উল্লেখযোগ্য অর্জন- ২০২৩ খ্রী.

১। নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিটি শিশুর হাতে নতুন বই প্রদান করা হয়েছে
২। শিক্ষকবৃন্দ প্রতি তিন মাস অন্তর শিশুদের পরিবার পরিদর্শন করেছেন
৩। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল দিবস মর্যাদার সাথে পালন করা হয়েছে।
৪। বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতা, শিক্ষা ভ্রমণ, সাংকেতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
৫। সরকারি নতুন শিক্ষা কারিকুলাম ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
৬। প্রতিষ্ঠানের অপ্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে।
৭। স্কুলের শিক্ষার্থী বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৮। প্রতি তিন মাস অন্তর অভিভাবক সভার করা হয়েছে।
৯। সরকারি বেসরকারিভাবে শিক্ষকবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
১০। শিশুদের পাঠ্যগত শিক্ষার সাথে, নৈতিকতা, সামাজিক শিষ্ঠাচার, স্বাস্থ্যগত সচেতনতা, শিশু নিরাপত্তা, শিশু অধিকার বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৪ খ্রী.

১। বছরের প্রথমে সকল শিশুদের হাতে নতুন বই প্রদান করা হবে।
২। শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষা বিষয়ে নতুন কারিকুলাম ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
৩। স্কুলে শিশু সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা করা হবে।
৪। প্রয়োজন অনুসারে প্রতিটি স্কুলের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৫। শিশুদের শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিয়ে সভা আয়োজন করা হবে।
৬। বর্তমান আধুনিকায়নের যুগে শিশুদের সামাজিক শিষ্ঠাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক সচেতনতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হবে
৭। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় খেলাধুলার ইভেন্টে শিশুদের যুক্ত করা এই মাধ্যমে ভালো ফলাফলের চেষ্টা করা হবে।

জুনিয়র মাধ্য: ও মাধ্যমিক বিদ্যা: শিক্ষা প্রকল্প

শেড বোর্ড পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের কিছু কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলে সব সময় সচেষ্ট থাকেন। পবিত্র বাইবেল বলে, "তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে শিক্ষা দাও" এই শিক্ষার আলোকে শেড বোর্ড দাতা সংস্থা এল এম আই-জার্মান এর অর্থ সহায়তায় পরিচালনা করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানের সরকারি পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক শিক্ষা ছাড়াও সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের সাথে শৃঙ্খলাবোধ, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ, নৈতিক মূল্যবোধ, আত্মিক চরিত্র গঠন ও সামাজিক শিষ্টাচারের উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই দাতা সংস্থা- এল এমআই জার্মান' যাদের ভালোবাসার অর্থে প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন যাবত পরিচালিত হয়ে আসছে।

১) মার্টিন লুথার মেমোরিয়াল জুনিয়র মাধ্য: বিদ্যা: ২০২২ খ্রী. খুলনা, কয়লাঘাট স্কুল টি তার কার্যক্রম শুরু করে। জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠী নির্বিশেষ সর্বসাধারণের জন্য কেজি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত, শিশুদের জন্য সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছে প্রতিষ্ঠানে। সর্বোপরি শিক্ষা বান্ধব পরিবেশে শিশুরা যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে বিষয় বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে।

২) কেরি মেমোরিয়াল উচ্চ মাধ্য: বিদ্যা: উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তারে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৯ খ্রী. থেকে শেড বোর্ড অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা স্কুল টি কেজি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

৩) ব্যাপ্টিষ্ট মিশন ইন্টিগ্রেটেড স্কুল (বিএমআইএস-দৃষ্টি জয়ী শিশুদের জন্য): দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের কাছে সুন্দর এই পৃথিবী অন্ধকারময় এবং জীবন অর্থহীন। আমাদের সমাজে একটা বড় অংশ এই অভিশপ্ত জীবন বয়ে চলেছে যাদের অধিকাংশই দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের। শেড বোর্ড এর শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে ব্যাপ্টিষ্ট মিশন ইন্টিগ্রেটেড স্কুলটি সমাজে মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করছে যার মূল লক্ষ্য হল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিক্ষা দানের সু-ব্যবস্থা করা যেন তারা সমাজ ও দেশের বোঝা না হয়ে, সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে অন্যান্য সাধারণ নাগরিকের মতই সমান অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। অন্ধ মেয়েদের বিনোদন, প্রশিক্ষণ, সাধারণ শিক্ষা, আবাসিক সুবিধা ইত্যাদি এ স্কুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

- প্রকল্পের লক্ষ্য: জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে সকল জাতি গোষ্ঠীর মানুষ এবং ব্যক্তি মানুষের অখন্ড বিকাশ ও জাতীয় জীবনের মানবতা, নৈতিকতা, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিস্তারের জন্য শেড বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল। পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষা এবং সার্বিক মঙ্গল সাধন করার দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে শিক্ষাদান ও গঠন করা।
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং শিক্ষা অঙ্গনের পবিত্রতা স্মরণে রেখে সুশৃঙ্খল পরিবেশ সকল শিক্ষার্থীকে যথার্থ জীবন গঠনের উদ্দেশ্য উপযুক্তভাবে শিক্ষা দান করা।

২. খ্রীষ্টিয়ান স্কুলের মাধ্যমে চার্চের মূল উদ্দেশ্য পালন করা যাতে এখান থেকে তৈরি হয়- শ্রম, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পরিচারক, পালক, সমাজ নেতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা যারা সমাজ মন্ডলীকে সঠিক পথে পরিচালনা দিতে পারেন।

৩.বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে মৌলিক সর্বজনীন শিক্ষানীতি অনুসরণ করে স্কুলগুলোতে শিক্ষা প্রদান করা।

৪. স্বাধীনতা চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা চেতনায় দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও সুনাগরিক চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো।

৫. শেড বোর্ড পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সার্বজনীনভাবে সকলে বিশেষ ভাবে যারা সমাজে দরিদ্র, বঞ্চিত ও অবহেলিত, যারা জাতিগতভাবে আদিবাসী/উপজাতি/পাহাড়ি ও প্রান্তিক, সমাজে যারা অনগ্রসর, তারা আমাদের স্কুলে বিশেষ অগ্রাধিকার পাবে যাতে সমাজের বৈষম্য দূর হয়।

জুনিয়র মাধ্য: ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফলাফল ২০২৩ খ্রী.

বিদ্যালয় সমূহ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পরিক্ষার্থী	এ+	এ	এ-	বি	সি	এফ	মোট	পাসের হার
মার্টিন লুথার মেমোরিয়াল জুনিয়র মাধ্য:বিদ্যা:	৬৩	৬২	২	৩৪	১০	৪	৩	৯	৫৩	৯০%
কেরি মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৬	২৬৮	৫৯	১১১	৩৮	৩৩	২২	৫	২৬৮	৯৭%
বি এম আই এস – মাধ্য: বিদ্যা:	৫৬	৪৪	৭	২৭	১০	০	০	০	৪৪	১০০%
মোট শিশু সংখ্যা:	৩৯৫	৩৭৪	৬৮	১৭২	৫৮	৩৭	২৫	১৪	৩৬৫	

শিক্ষিকা ২০ জন

সুবিধাভোগী ৩৯৫ জন

শিক্ষক ১৭ জন

সহকর্মী ৭ জন

উল্লেখযোগ্য অর্জন- ২০২৩ খ্রী.

১। কেরি মেমোরিয়াল থেকে মোট ৫২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫১ জন এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, ৮ জন জিপিএ ৫ পেয়েছে।
২। ১৪ মে, ২০২৩ তারিখে, শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য মাননীয় জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে একটি কম্পিউটার সেট পেয়েছি।
৩। ১৯ শে অক্টোবর ২০২৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নবনির্মিত চারতলা অ্যাকাডেমিক ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠদানের জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
৪। বিদ্যালয়ের সীমানা রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।
৫। নতুন অ্যাকাডেমিক ভবনের পিছনে একটি ১২৫ ফুট লম্বা ড্রেন তৈরি করা হয়েছে।
৬। প্রধান ফটকের পাশ থেকে টিনের ঘরটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।
৭। নতুন কারিকুলাম ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৪ খ্রী.

১। কেরি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বাস্কেটবল খেলার মাঠ স্থাপন করা হবে
২। স্কুলে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩। নতুন কারিকুলাম বিষয় শিক্ষকদের সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
৪। বর্তমান কারিকুলামের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রতিষ্ঠানকে যুগ উপযোগী করে তৈরি করা ও শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করা হবে।
৫। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ভালো ফলাফলের জন্য অতিরিক্ত ক্লাস ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শেড বোর্ড ব্যাপ্টিষ্ট হোস্টেল

বিবিসিএস এর আওতাধীন ১০ টি আঞ্চলিক সংঘের পিছিয়ে পড়া খ্রীষ্টিয়ান পিতা-মাতাহীন, গরীব শিশুরা শেড বোর্ড ব্যাপ্টিষ্ট হোস্টেলগুলোতে অবস্থান করে আবাসন সহ পড়াশুনা, চিকিৎসা, জামা কাপড় ও বই পুস্তক সহ প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করে আসছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উত্তর বঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর এবং রাজশাহী জেলার দরিদ্র ও অনাথ শিশুরা বালক ও বালিকা হোস্টেলে অবস্থান করে, থাকা খাওয়ার পাশাপাশি স্কুলে পড়াশুনার সুযোগ পায়। হোস্টেলের বেশিরভাগ ছেলে মেয়েরা সমাজে পিছিয়ে পড়া অধিবাসী সম্প্রদায়ের। আমরা বিশ্বাস করি সুযোগপ্রাপ্ত শিশুরা তাদের সঠিক শিক্ষা লাভের পরে ব্যক্তি জীবন, সমাজ ও পারিবারিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষমতার পরিচয় দিবে। ব্যাপ্টিষ্ট শিশু সদনের একমাত্র আর্থিক দাতা সংস্থা এলএমআই জার্মানি, ১৯৯৫ খ্রি: থেকে নিরলসভাবে শিশু সদনের শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শেড বোর্ড এর মধ্য দিয়ে অর্থের জোগান দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের ভালোবাসার ফলে অবহেলিত শিশুরা দিনে দিনে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ভাবে বেড়ে উঠছে। এবং একটি সমৃদ্ধ জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শেড বোর্ড পরিচালিত হোস্টেলে পাঠ সমাপ্ত করে শতাধিক ছেলে- মেয়ে দক্ষতার সাথে সমাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

- প্রকল্পের লক্ষ্য: বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের সকল এবিসিএস'র এতিম, অর্ধ-এতিম, অতি দরিদ্র শিশুদের আবাসন, থাকা খাওয়াসহ শিক্ষা গ্রহণ ও ধর্মীয় আদর্শে গড়ে তোলা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের অন্তর্গত মন্ডলীর অনাথ, অর্ধ-অনাথ এবং হত দরিদ্র শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিশুদেরকে আত্মিকভাবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা করা।

গ) শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি, গৃহস্থালির কাজে পারদর্শী করে গড়ে তোলা, যাতে তারা নিজেরাই আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

ঘ) সর্বোপরি শিশুদেরকে উত্তমভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা নৈতিকতার মধ্য দিয়ে জীবন পরিচালনা করতে পারে।

শেড বোর্ড হোস্টেল সমূহ	মোট শিশু	পরিক্ষার্থী	এ+	এ	এ-	বি	সি	মোট	পাসের হার
ব্যাপ্টিষ্ট শিশু সদন, খুলনা	৭০	৭০	৩২	২৬	৪	৬	২	৭০	১০০%
ব্যাপ্টিষ্ট বালক হোস্টেল, দিনাজপুর	৪৪	৪৩	২৪	৯	৩	৬	১	৪৩	১০০%
ব্যাপ্টিষ্ট বালিকা হোস্টেল, দিনাজপুর	৫২	৫২	২৭	১৬	৯	০	০	৫২	১০০%
মোট শিশু সংখ্যা:	১৬৬	১৬৫	৮৩	৫১	১৬	১২	৩	১৬৫	

কারিগরী শিক্ষক ২ জন

কর্মী ও সহকর্মী ১৮ জন

শিক্ষক ১২ জন

সুবিধাভোগী ১৬৬ শিশু

উল্লেখযোগ্য অর্জন- ২০২৩ খ্রী.

১। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন ব্যাপ্টিষ্ট হোস্টেল, দিনাজপুর।
২। ২০২৩ খ্রী ১০০% ফলাফল অর্জন করেছে।
৩। ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মীয় কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪। ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতামূলক শিক্ষা যেমন- ঘর ওয়্যারিং চুল কাটা, নাচ-গান শিক্ষা, পারিবারিক চাষাবাদ ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে।
৫। খুলনা শিশু সদনে একটি অভিভাবক রুম ও সবজি বিক্রয় রুম রান্নাঘর, জেনারেটর রুম তৈরি করা হয়েছে।
৬। বালিকা হোস্টেলের বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি করা হয়েছে
৭। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল দিবস মর্যাদার সাথে পালন করা হয়েছে।
৮। শিক্ষা সফর (পিকনিক), বার্ষিক ক্রিয়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়েছে।
৯। শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্থতার লক্ষ্যে খেলাধুলার জন্য মাঠ সংস্কার করা হয়েছে।

বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৪ খ্রী.

১। বালক হোস্টেল দিনাজপুর, পুরাতন বাউন্ডারি ওয়াল ভেঙ্গে নতুন তৈরি করা।
২। শিশুদের সরকারি নতুন শিক্ষা কারিকুলাম ভিত্তিক শিক্ষায় অভ্যস্ত করা।
৩। হোস্টেলে শিশু শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া।
৪। খুলনা শিশু সদনে লোকাল আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেওয়া।
৫। শিশুদের মন্ডলীর ও সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।
৬। শিশুদের জন্য কারিগরি শিক্ষার পরিধি আরো বৃদ্ধি করা।
৭। আগ্রহী শিশুদের (টি- কোর্স) ধর্মীয় শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা।

স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিশদ আলোচনা ও সমালোচনা রয়েছে। কিন্তু হাজারো সমালোচনার মাঝে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। মানবতার সেবায় চন্দ্রঘোনা খ্রিস্টিয়ান হাসপাতাল লক্ষ লক্ষ মানুষকে সুনামের সাথে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। খ্রিস্টিয়ান হাসপাতাল চন্দ্রঘোনা জন স্বাস্থ্যসেবার প্রতি অঙ্গীকারে অটল থেকেছে, এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী মানবতার সেবায় তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। তার দৃষ্টান্তমূলক স্বাস্থ্যসেবা জন্য খ্যাত, হাসপাতালটি প্রতিকূলতার মাঝেও লক্ষ লক্ষ মানুষের চিকিৎসা চাহিদা পূরণ করেছে।

প্রতিষ্ঠা ও ইতিবৃত্ত (১৯৩৪ খ্রি.): প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী এখানে নার্সিং প্রশিক্ষণ পেয়েছে, যা তাদেরকে সমাজের সেবা করতে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে সক্ষম করেছে। বর্তমানে ৫০০০ এর বেশি দক্ষ নার্স অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করছে। হাসপাতালটি সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা, অস্ত্রোপচার চিকিৎসা, প্যাথলজিকাল পরীক্ষা, ফিজিওথেরাপি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, শিশু ডেলিভারি সহ ব্যাপক স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সিএইচসি বর্তমানে ১০০ টি শয্যার সুবিধা রয়েছে তার মাঝে পুরুষ ৫৪ টি, মহিলা ৪৫ টি এবং শিশুদের জন্য ১০ টি। সিএইচসি প্রোগ্রাম গুলো হল: ১। জেনারেল হাসপাতালের পরিষেবা, ২। কুষ্ঠ সেবা প্রোগ্রাম, ৩। নার্সিং ট্রেনিং প্রোগ্রাম, এবং ৪। কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম (কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেলথ প্রজেক্ট)। এছাড়া সিএইচসি প্রকল্পের পরিচালনায় রয়েছে ৩ টি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র, শান্তিকুঠির, মল্লিকবাড়ি, রুহীয়া।

খ্রীষ্টিয়ান হসপিটাল চন্দ্রঘোনা

- প্রকল্পের লক্ষ্য: পার্বত্য অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত এবং অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য মান সম্মত এবং সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
- ১। মানসম্পন্ন প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া বিশেষকরে স্বল্পমূল্যে বা বিনা মূল্যে দরিদ্রদের সেবা প্রদান করা।
- ২। সমাজের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিরোধ মূলক ও আরোগ্য লাভের জন্য সমাজের জনগণের কার্যকারী ও ফলপ্রসূ সেবা দান করা।
- ৩। জাতীয় স্বাস্থ্য সেবাকে উন্নত ও সাহায্য করার জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা।
- ৪। প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে এবং তাদের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য বহিরাগমন প্রোগ্রাম এবং মোবাইল মেডিকেল ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা।

৫। স্থানীয় এনজিও এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা যায় এবং এই অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলিতে সহায়তা উন্নত করা যায়।

খ্রীষ্টিয়ান লেপ্রসী সেন্টার

- প্রকল্পের লক্ষ্য: সমাজের অবহেলিত কুষ্ঠ আক্রান্তদের সেবা ও সমাজে তাদের সম্মানজনক অবস্থা তৈরি করা।
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
- ১। প্রশিক্ষিত ও পেশাদার চিকিৎসক দ্বারা স্বল্পমূল্যে বা বিনা মূল্যে দরিদ্রদের সেবা প্রদান করা।
- ২। শিক্ষা ও প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং রোগের সাথে যুক্ত কলঙ্ক ও সামাজিক অবহেলা কমানো, মানসিক সহায়তা প্রদান ।
- ৩। আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং ক্ষমতায়ান করা।

৪। কুষ্ঠ রোগীদের ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করা।

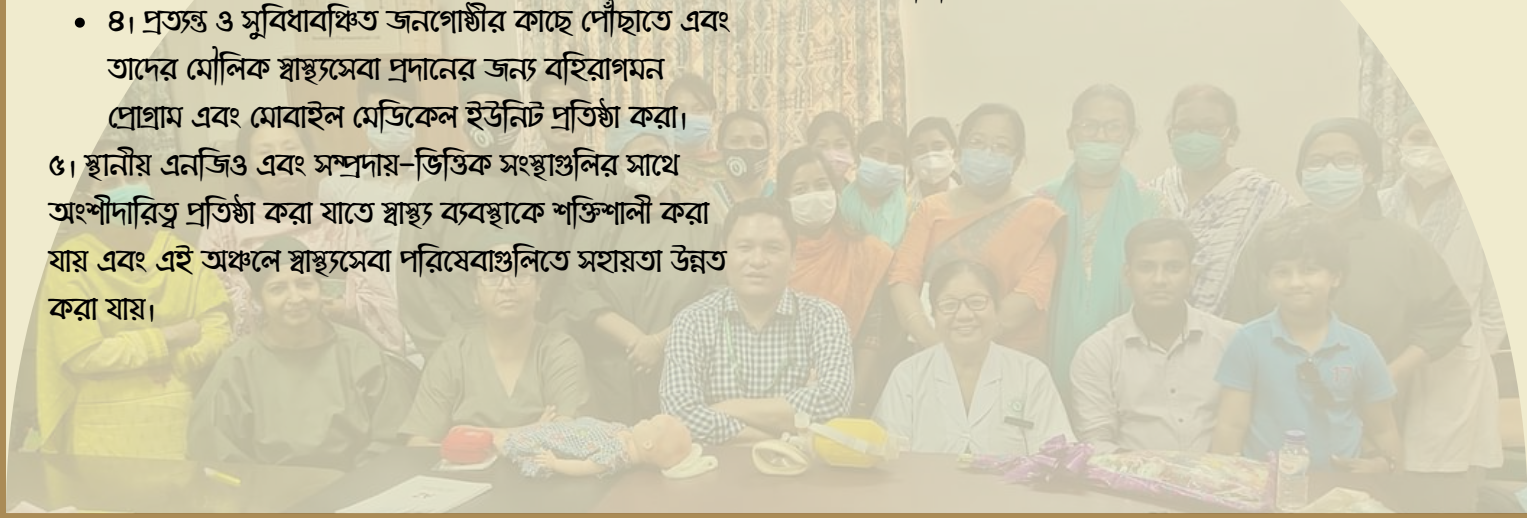

খ্রীষ্টিয়ান নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

- প্রকল্পের লক্ষ্য: খ্রিস্টিয়ান নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন ধর্ম বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠীর উর্ধ্বে থেকে রোগীদের সামগ্রিক যত্ন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং পেশাদারিত্বের সাথে খ্রিষ্টের প্রেম ও মূল্যবোধকে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রচার এবং উচ্চ-মানের নার্সিং শিক্ষা প্রদান করা।

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

-একটি আধুনিক নার্সিং পাঠ্যক্রম প্রদান করা যা নার্সিং অনুশীলনে খ্রিষ্টান মূল্যবোধ এবং নীতিগুলিকে একীভূত করে।
-নার্সদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যারা তাদের রোগীদের যত্নে দক্ষ এবং সহানুভূতিশীল এবং অন্যদের সেবা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
-সমাজের পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের নার্সিং প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদানের জন্য হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলির সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা।
-দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে একটি সহায়ক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা যা শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যক্তিগত এবং পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি এবং বিকাশকে উৎসাহিত করে।

কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেলথ্ প্রজেক্ট

- প্রকল্পের লক্ষ্য: সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, পিছিয়ে পরা ও দুর্গম জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যে সেবার আওতায় নিয়ে আসা এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
- ২০২৪ খ্রী. মধ্যে রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রাম জেলার যথাক্রমে কাপ্তাই উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন এবং রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ১টি ইউনিয়নের অধীনে ২০৫ টি গ্রামের লক্ষিত মা ও শিশু, অন্যান্য সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা এবং জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন করা।
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং রোগ প্রতিরোধের কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করা।
- সমস্ত লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা বৃদ্ধি করা।
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধযোগ্য রোগের প্রকোপ এবং প্রভাব কমাতে সহায়তা করা।

উল্লেখযোগ্য অর্জন -২০২৩ খ্রী.

ক) অবকাঠামোগত কিছু মেরামতের কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে।
খ) ১। ১২৭ জন পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে।
২। ভর্তি ১৫৭ জন (পুরুষ ১৯ জন এবং মহিলা ১৩৮ জন)
গ) ৫. ১৮,৩৩৬ জনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।
ঘ) নতুন কিছু যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করা হয়েছে স্বাস্থ্য সেবার জন্য।
ঘ) চার টি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে:
প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে যথা: মা, শিশু স্বাস্থ্যসেবা, ডায়াবেটিক, পেসার মাপা ইত্যাদি।

বার্ষিক পরিকল্পনা- ২০২৪ খ্রী.

ক) জেনারেল হসপিটাল:
১। সেবার মান উন্নত করে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা-
খ) লেপ্রসি সেন্টার: বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান-
গ. নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন: ১। সিনিয়র ডিপ্লোমা কোর্স-
২। জুনিয়র মিডওয়াইফারি কোর্স-
ঘ. কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেল্থ প্রোগ্রাম :
মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা ।
ঙ. এইচ ডি, আই এল এস পি: ৩ টি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র।
একজন দক্ষ ডাক্তার দ্বারা নিয়মিত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য উপকরণের ব্যবস্থা করা।
চক্ষু চিকিৎসার জন্য ক্যাম্পিং এর ব্যবস্থা করা।

উল্লেখযোগ্য অর্জন (সিএইচসি)

বহিরাগত রোগীদের সংখ্যা		পুরুষ	মহিলা		শিশু সংখ্যা				মোট মাসিক সংখ্যা		
ক্র. নং	মাস	নতুন	পুরাতন	মোট	নতুন	নতুন	মোট	নতুন	পুরাতন	মোট	মোট
১	জানুয়ারি	৬৩	১৭৯	২৪২	৩৩৪	৫৩২	৮৬৬	৭৯	১৩৬	২১৫	১৩২৩
২	ফেব্রুয়ারি	৮৫	২২১	৩০৬	৩০৭	৫০৮	৮১৫	৮৬	৯৭	১৮৩	১৩০৪
৩	মার্চ	১০০	২১৫	৩১৫	৪১৪	৬৬২	১০৭৬	১০২	১৪২	২৪৪	১৬৩৫
৪	এপ্রিল	৬৬	১৯৭	২৬৩	২৫৮	৪৫৪	৭১২	৫৭	১০৫	১৬২	১১৩৭
৫	মে	১০৫	২০৮	৩১৩	৩৫৪	৬১৬	৯৭০	৯৫	১১১	২০৬	১৪৮৯
৬	জুন	৮৫	১৬৫	২৫০	৩০৬	৫৯৮	৯০৪	৯১	১১৪	২০৫	১৩৫৯
৭	জুলাই	১১৬	২৪৬	৩৬২	৪২০	৭০৯	১১২৯	১১০	১২৬	২৩৬	১৭২৭
৮	আগষ্ট	১১৫	২৪৪	৩৫৯	৩৯২	৬০৮	১০০০	৮২	১৩৬	২১৮	১৫৭৭
৯	সেপ্টেম্বর	১২৯	২৬৭	৩৯৬	৩৯২	৮৫৪	১২৪৬	১৩১	১৭৪	৩৯৫	১৯৪৭
১০	অক্টোবর	১০৪	২৯৪	৩৯৮	৩৭৩	৬৮৯	১০৬২	১০৯	২১০	৩১৯	১৭৭৯
১১	নভেম্বর	৯৪	২১৬	৩১০	৩০৫	৭৪৩	১০৪৮	৯০	১৪৭	২৩৭	১৫৯৫
১২	ডিসেম্বর	৯৯	১৯৬	২৯৫	২৯৩	৬৬১	৯৫৩	৯৪	১২২	২১৬	১৪৬৪
বার্ষিক মোট সংখ্যা		১১৬১	২৬৪৮	৩৮০৯	৪১৪৭	৭৬৩৪	১১৭৮১	১১২৬	১৬২০	২৭৪৬	১৮৩৩৬

(সিএইচসি) ২০২৩ খ্রী. কয়েকটি নতুন পরিষেবা যুক্ত করছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য–ল্যাপারোস্কোপি সার্জারি , এন্ডোস্কোপি এবং ইকোকার্ডিওগ্রাম এবং কম্পিউটারাইজড রেডিওগ্রাফি । এই সকল সেবা প্রদানের মাধ্যমে (সিএইচসি) একটি মাধ্যমে (সিএইচসি) এক নতুন যুগে প্রবেশে করছে।

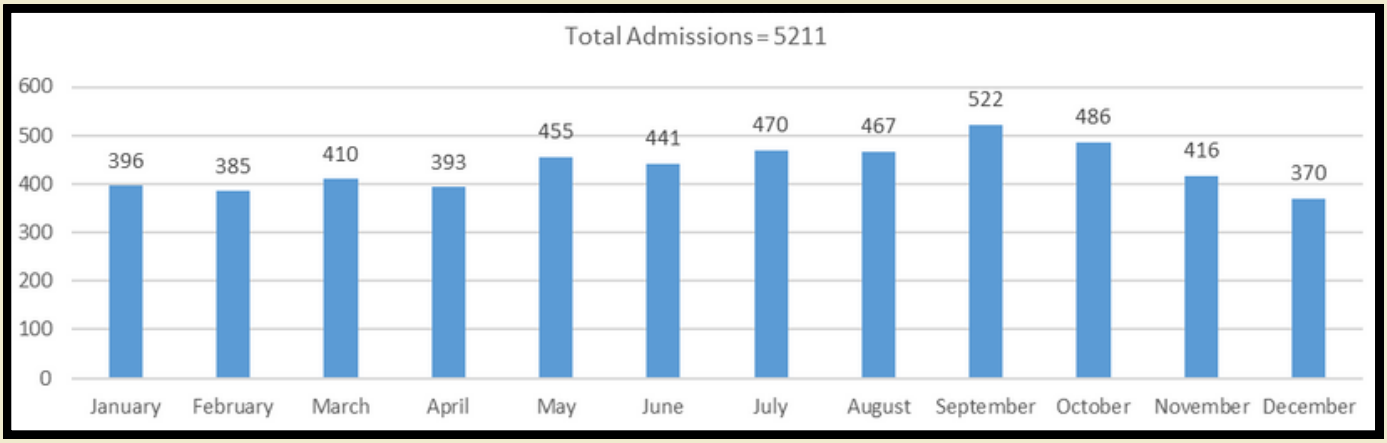

উল্লেখযোগ্য অর্জন (সিএলসি)

খ্রীষ্টিয়ান লেপ্রসি সেন্টার (সিএলসি): এটি একটি ৬০-শয্যা বিশিষ্ট কুষ্ঠরোগিদের সেবা প্রদান সেন্টার যা ১৯১৩ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে, কুষ্ঠরোগ পরিষেবার জন্য কোনও প্রকার আন্তর্জাতিক তহবিল (দাতা সংস্থা) নেই তবুও (সিএইচসি) সাধারণ হাসপাতালের আয় থেকে ভর্তুকি প্রদান করে কুষ্ঠরোগ কেন্দ্রটি পরিচালনা করা হচ্ছে। (সিএইচসি) খ্রিস্টিয়ান হাসপাতাল এর আয় থেকে খ্রিস্টিয়ান লেপ্রসি সেন্টারে প্রতি বছর প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

মোট মহিলা ও পুরুষ সংখ্যা	১১৩ জন
-পুরুষ	৭৯ জন
-মহিলা	১৩৪ জন
সিএলসিপি থেকে স্থানান্তর রোগীর সংখ্যা	১০৭ জন
-পুরুষ	৭৩ জন
-মহিলা	৩৪ জন
রোগীকে সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।	৬ জন
-পুরুষ	৬ জন
-মহিলা	০ জন
রোগির মৃত্যের সংখ্যা	০ জন
শতকরা হার %	২৮.১৬%

উল্লেখযোগ্য অর্জন (এন আই)

নার্সিং ইনস্টিটিউট (এনআই): ১৯৩৭ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত। এটি বাংলাদেশ নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (বিএনএমসি) দ্বারা স্বীকৃত। উক্ত নার্সিং ইনস্টিটিউট টি (সিএইচসি) এর অধীনে একসাথে দুটি ভিন্ন কোর্স পরিচালনা করে আসছে। ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি তিন (৩) বছরের, অন্যটি ১৮ মাসের জুনিয়র মিডওয়াইফারি । ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রী.-এ শিক্ষার্থীর সংখ্যা = ১৫৭ জন (পুরুষ = ১৯ জন এবং মহিলা = ১৩৮ জন)।

উল্লেখযোগ্য অর্জন (সিসিএইচপি)

সর্বোপরি এই প্রতিবেদনের সময়কালে আমাদের সংস্থায় কোন উল্লেখযোগ্য বা বড় পরিবর্তন ঘটেনি। আমাদের কাজের পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যথাক্রমে, কর্ম এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ, স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং নিয়মিত মাসিক এবং ছয় মাসিক পর্যালোচনা বৈঠকের মাধ্যমে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়েছে । এছাড়াও আমরা নিয়মিত ইউনিয়ন পরিষদ সভা, উপজেলা এনজিও সমন্বয় সভা এবং ডিসি অফিস এনজিও সমন্বয় সভায় যোগদান করি যেখানে আমরা আমাদের প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিই। সরকারি কর্মীরা এবং ইউপি সদস্যরাও আমাদের কার্যক্রমের প্রশংসা করে, বিশেষ করে বিএমডাব্লিউ কার্যক্রম।

সামাজিক উন্নয়ণ কর্মসূচি

ইন্ডিজিনিয়াস উইমেন ইম্পাওয়ারমেন্ট প্রকল্প

শেড বোর্ড-আদিবাসী মহিলা ক্ষমতায়ন প্রকল্পটি-আদিবাসী পরিবারের উন্নয়নে রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলা ৬টি ইউনিয়নে, ২০১৩ খ্রি. থেকে কাজ করছে। আদিবাসীদের আর্থিক উন্নয়নে জন্য মহিলা সমিতি গঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান করে আসছে, যা আদিবাসীদের বিভিন্ন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি লক্ষ্যে শেড বোর্ড এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আদিবাসী মহিলাদের সচেতনতা ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও বিভিন্ন আয় মূলক প্রশিক্ষণের ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে। আমাদের প্রত্যাশা একদিন আদিবাসী অবহেলিত জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

- প্রকল্প লক্ষ্য: একটি ন্যায্য ও বাসযোগ্য সমাজ গড়ে তোলা যেখানে রাজশাহী ও চাঁপাই জেলার, তানোর উপজেলার লক্ষিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর, আদিবাসী মহিলাদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং উন্নত জীবন ও জীবিকা অর্জনের জন্য স্ব-কর্মসংস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে।
- প্রকল্প উদ্দেশ্য: প্রাতিষ্ঠানিক সেবার মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে অধিবাসী জনগোষ্ঠীর নারীদের ক্ষমতার উন্নয়ন করা। যথাক্রমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার এবং জীবন ও জীবিকা ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদ সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নয়ন করা। এটি বিদ্যমান প্রকল্প অফিস ব্যবহার করে কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা হবে যেখানে নারীরা তৃণমূল উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে।

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

- মোট ৪০ টি ক্ষুদ্র দল রয়েছে
- সদস্য সংখ্যা মোট ৫৭৮ জন
- মোট ৬ টি ইউনিয়নে দল গঠন করা হয়েছে।
- ক্রমহ্রাসমান হারে ঋণ সুবিধা প্রদান করে।

প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

শেড বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্পের আশপাশের অধিবাসী ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর শিশুরা শিক্ষা লাভ করছে। বর্তমানে ৭০ জন শিশু স্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করছে।

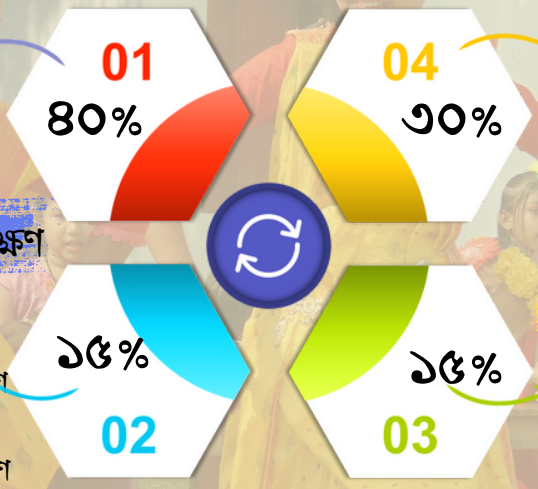

সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও মাতৃত্বকালীন পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- মৌলিক অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- শিশু অধিকার ও নিরাপত্তা নীতিমালা
- টিবি এবং এইচআইভি
- মাদক বিষয় সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ

দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- জীবন ও জীবিকা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- পশু পাখি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- কৃষি কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কর্মসংস্থান তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সুবিধাভোগী ৭১০ জন

কর্মী ৪ জন

শিক্ষক ৩ জন

পরোক্ষ সুবিধাভোগী ২৩৭০ জন

ঋণ বিতরনের ক্ষেত্রসমূহ

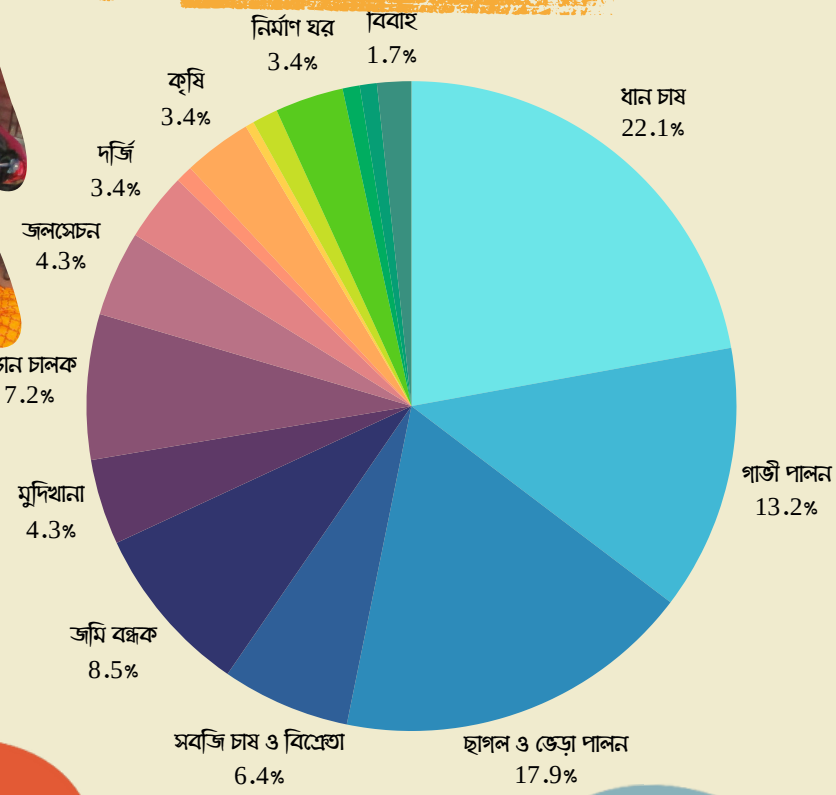

ঋণ স্থিতি
৪৫,৯৫,৪০০/-

ঋণ আদায়
৩৪,৬৮,৪০০/-

ঋণ গ্রহণকারী
২৩৫ জন

শেয়ার আদায়
২৩,১০,৭১৯/-

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (মা ও শিশু) বিষয়ক প্রশিক্ষণ
৫৯ জন

গবাদি প্রানী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
১৮ জন

দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ
১৬ জন

সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
২৫ জন

শেড বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিনাশো

শ্রেনী	মোট শিশু	পরিক্ষার্থী	এ+	এ	এ-	বি	সি	এফ	পাসের হার
শিশু শ্রেনী	২৫	২৫	২	৮	২	২	১	১০	৬৫%
প্রথম	৯	৯	০	৩	১	৩	২	০	১০০%
দ্বিতীয়	৬	৬	১	২	১	২	০	০	১০০%
তৃতীয়	১৪	১৪	২	৩	২	৫	২	০	১০০%
চতুর্থ	৬	৬	০	৩	২	১	০	০	১০০%
পঞ্চম	১০	১০	৩	৩	২	১	১	০	১০০%
মোট	৭০	৭০	৮	২২	১০	১৪	৬	১০	৯৪%

উল্লেখযোগ্য অর্জন- ২০২৩ খ্রী.

ক) শ্রেণিকক্ষের আয়তন বৃদ্ধি হয়েছে
খ) দুটি ল্যাট্রিন তৈরি করা হয়েছে শিশুদের জন্য
গ) মা ও শিশু সুস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৫৯ জন
ঘ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৬ জন
ঙ) সুশাসন বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ২৫ জন
চ) গবাদি প্রাণী বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৮ জন
ছ) ১২ জন দরিদ্র পরিবারকে বস্ত্র বিতরণ
জ) দুই কক্ষ ও টয়লেট কিচেন সহ কর্মী আবাসন তৈরি।

বার্ষিক পরিকল্পনা- ২০২৪ খ্রী.

ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়:
শিশু সংখ্যা বৃদ্ধি করা
একজন নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা।
শিশুদের জন্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা
খ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম:
দল এবং সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা
শেয়ারে ও সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা
গ) সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম:
বিভিন্ন দক্ষতা ও সচেতনতা বিষয় প্রশিক্ষণ প্রদান
দলের সদস্যদের মাঝে কৃষি বীজ বিতরণ

- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চারা বৃক্ষ বিতরণ করা

কম্প্রিহেনসিভ প্রভার্টি রিডাকশন প্রকল্প

শেড বোর্ড (সিপিআরপি) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার ও দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত জীবন যাপন করবে সেই লক্ষ্যে কাজ করছে। আমাদের দীর্ঘদিনের দাতা সংস্থা (এলএমআই-জার্মান) এর আর্থিক সহায়তায় পাখির চালা, ভালুকা এবং শান্তি কুটির, কোটালিপাড়া দুটি প্রকল্প পরিচালনা করছে। এই প্রকল্প পরিচালনায় প্রধানত আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করা, নিজেরাই অর্থ সঞ্চয় করা এবং নিজেরাই এই অর্থের সকল সুবিধা গ্রহণ করা।

- প্রকল্প লক্ষ্য: একটি ন্যায্য ও বাসযোগ্য সমাজ গড়ে তোলা যেখানে লক্ষিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মর্যদাপূর্ণ জীবনের জন্য স্থানীয় সম্পদ ও সেবা সমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত জীবন যাপন করবে।

প্রকল্প উদ্দেশ্য:

- সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা ও তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে একটি কমিউনিটি বেইজ অরগানাইজেশন (সিবিও) গঠন করা।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং উন্নত জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের স্থানীয় সম্পদ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সক্ষম করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- একটি বাসযোগ্য সমাজ গড়ে তোলা যেখানে সামাজিক সাম্য, সুশাসন, ন্যায় বিচার, জেন্ডার সমতা বিরাজ করবে।

১। পাখিরচালা, ভালুকা
২। শান্তিকুঠির, কোটালিপাড়া

কমিউনিটি বেইজ অরগানাইজেশন সংখ্যা-৬ টি

সুবিধাভোগীর সংখ্যা-১৬২ জন

প্রকল্পের কর্মী সংখ্যা-৬ জন

শেড বোর্ড পরিচালিত (সিপিআরপি) প্রকল্প দুটি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছে। আত্মনির্ভরশীলতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে, কমিউনিটি বেইজ অরগানাইজেশন গঠন, সঞ্চয়, ঋণ প্রদান, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মোট সদস্য: ৮৪ পুরুষ: ২০, মহিলা:৬৪ জন

শেয়ার মূলধন: ৯৫৯৭০/- সঞ্চয়:৭৯২১০/-

পাখিরচালা, ভালুকা সিপিআরপি-২০২৩ আত্মকর্মসংস্থান দলের সংখ্যা-৩ টি

ঋণ ফেরত: ৭৭,২৫০/- বকেয়া ঋণ: ১৭৭৭৫০/-

মোট তহবিল: ১,৭৫,১৮০/- সার্ভিস চার্জ: ৯,১৫০/-

মোট সদস্য: মহিলা: ৭৮ জন

শেয়ার মূলধন: ৫৭,০০০/- সঞ্চয়: ৫৭,০০০/-

শান্তিকুঠির, কোটালিপাড়া সিপিআরপি-২০২৩ আত্মকর্মসংস্থান দলের সংখ্যা-৩ টি

ঋণ ফেরত: ৮,৫০০/- বকেয়া ঋণ: ৩১,৫০০/-

মোট তহবিল: ৫৮,০২০/- সার্ভিস চার্জ: ১,০২০/-

উল্লেখযোগ্য অর্জন- ২০২৩ খ্রী.

১। ছয় টি কমিউনিটি বেইজ অরগানাইজেশন (দল) গঠন করা হয়েছে

২। অফিস প্রস্তুত করা হয়েছে, উপকরণ সমূহ প্রদান করা হয়েছে।

৩। ইতিমধ্যে কর্ম এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক সার্ভে কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে।

৪। দল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫) শান্তিকুঠির অফিস গেস্টরুম আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

৬) যথাযথ মর্যাদায় শেড বোর্ড দিবস পালন করা হয়েছে।

৭) উপজেলা পর্যায় এনজিও বিষয়ক সমন্বয় মিটিং এ অংশগ্রহণ করা হয়েছে, এবং প্রকল্প সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা হয়েছে।

৮। নিয়মিত প্রত্যেকটি দলের সদস্যদের অংশগ্রহণে বিষয় ভিত্তিক উঠান বৈঠক এর আয়োজন করা হয়েছে। যথা: স্বাস্থ্য সচেতনতা, সঞ্চয় এর সুবিধা, অধিকার বিষয়, দল গঠনের উপকারিতা।

বার্ষিক পরিকল্পনা- ২০২৪ খ্রী.

১। নতুন আরো ৬ টি কমিউনিটি বেইজ অরগানাইজেশন (সিবিও) গঠন করা।

২। নতুন কর্ম এলাকা নির্ধারণ করা

৩। দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৪) প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন: পাখিরচালা অফিস পুনঃ সংস্কার করা।

৫) বার্ষিক প্রকল্প বাজেট অনুসারে একটি কার্যক্রম ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৬) সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যাহাতে তারা নিজেদের অর্থ নিজেরেই ব্যবহারে অধিক সুযোগ পায়।

৭) সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা গুলোর সাথে সদস্যদের সম্পৃক্ত করা।

গাংগাটিয়া কৃষি প্রকল্প

গাংগাটিয়া কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প শেড বোর্ড এর জন্য সম্ভাবনা। যদিও প্রকল্পটির জন্য আমাদের বৈদেশিক কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা নেই।

কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে বর্তমান অবস্থা:

বর্তমানে প্রকল্পে একজন খামারি ও একজন কর্মকর্তা দিক নির্দেশনার জন্য কর্মরত রয়েছে। বৈদেশিক অর্থ এবং শেড বোর্ডের নিজস্ব অর্থ না থাকার কারণে বর্তমানে মাসিক ২৫০০/-(২৫০০X১২)= ৩০,০০০/- টাকা ভিত্তিতে অর্থ ইজারা বাবদ গ্রহণ করছে।

পরিকল্পনা:

স্থানীয় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে একটি যুগোপযোগী পরিকল্পনা তৈরি করা যাহাতে প্রকল্পটি আয় বর্ধক হয়।

- বৈদেশিক সহায়তার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলছে অর্থের অর্থের সংকুলান হলে প্রকল্পটি আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

বিরল কৃষি প্রকল্প

বিরল কৃষি খামার দিনাজপুর, আমাদের জন্য একটি সম্ভাবনার ভূমি। কারণ দাতা সংস্থা ব্যাপ্টিষ্ট মিশন শিশু সন্তানদের বিষয় চিন্তা করে এই ভূমি সংরক্ষণ করে ছিলেন। শেড বোর্ডের এই বিরল প্রকল্পে মোট জমির পরিমাণ ৫২১ শতাংশ (৫একর ২১ শতাংশ)। বিরল কৃষি খামার বর্তমানে প্রতি এক বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়। ২০২৩ খ্রী. ইজারার অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৬,০০০/= টাকা।

এটি ব্যাপটিস্ট মিশন ক্যাম্পাস থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে। সুবিধাভোগীরা হোস্টেলের শিশু। হোস্টেলের জন্য কোন বিশেষ তহবিল নেই তবে এর ব্যয় হোস্টেল নিয়ন্ত্রক তহবিল দ্বারা সমন্বয় করা হয়। আমাদের লক্ষ্য এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ন প্রকল্পের রূপান্তরিত করা। বর্তমানে মাছ উৎপাদনের জন্য আমাদের একটি পুকুর রয়েছে। আমরা সবজি চাষ করছি এবং আম গাছ লাগাচ্ছি। ৫০টি আম গাছ রয়েছে। আমাদের ৪ টি গাভি এবং ৫ টি বাছুর রয়েছে– মোট গাভীর সংখ্যা ৯ টি। আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা একটি গরুর ঘর তৈরি ও হাঁসের খামার ঘর প্রস্তুত করা হয়েছে। এই সকল কাজের জন্য আমরা একজন দিনমজুর নিয়োগ করেছি। আমরা সবজির বাগান তৈরি করছি যাতে আমরা হোস্টেলের জন্য ব্যবহার করতে পারি এবং সেই আয় খামার প্রকল্পে ব্যবহার করতে পারি।

এই মুহূর্তে এল এম আই বি এর আঞ্চলিক পরিচালক এটি তত্ত্বাবধান করেন এবং এটিকে আরও লাভজনক করার জন্য ইনচার্জকে গাইড করেন। প্রতি মাসে আমরা এই খামারের হিসাব তৈরি করছি।

গত বছর আমাদের নতুন পরিচালক মহোদয় এবং আঞ্চলিক পরিচালক খামার পরিদর্শন করেন এবং একটি বৈঠকের জন্য আহ্বান করেন। আশা করছি ধীরে ধীরে খামার প্রকল্পটি আরও ফলপ্রসূ হবে।

বিরল কৃষি খামার বিষয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে বিরল কৃষি খামারের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, যাহাতে এই খামার দ্বারা বালক – বালিকা হোস্টেল পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচালিত হতে পারে। আমরা বিভিন্ন ভাবে কৃষি কাজের সাথে সংযুক্ত দাতা সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করে যাচ্ছি। একজন দক্ষ খামারি নিয়োগের মাধ্যমে বিরল কৃষি খামারকে আমরা লাভ জনক করে তৈরি করতে চাই যাহাতে প্রকল্পটি আমাদের একটি আয়ের বড় উৎস হতে পারে।

শেড বোর্ড কম্প্যাশন পার্টনারশিপ প্রকল্প ২০২৩ খ্রী.

কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ একটি স্বনাম ধন্য শিশু বান্ধব প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত এনজিও গুলোর ন্যায় এই প্রতিষ্ঠানটি এক যুগেরও বেশী সময় ধরে এ দেশের হত দরিদ্র মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনায়ন করার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন খ্রীষ্টিয় মন্ডলী বা ডিনোমিনেশন সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইহার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় শেড বোর্ড এই সুযোগটি গ্রহণ করে বিবিসিএস এর ১৩টি মন্ডলীতে ১৩টি প্রজেক্টের মাধ্যমে এলাকার হতদরিদ্র শিশু ও পিছিয়ে পড়া সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সুবিধাভোগি শিশু ও পরিবারের পরিসংখ্যান প্রদান করা হল।

একনজরে কম্প্যাশন তথ্য ২০২৩ খ্রী.

শেড বোর্ড-কমপ্যাশন পার্টনারশিপ প্রকল্প

শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম

কার্যক্রম সমূহ	উপকারভোগী শিশু ও পরিবারের সংখ্যা:
জাতীয় পাঠ্যসূচি ক্লাশ বাস্তবায়ন।	১১৪২ জন শিশু।
কম্প্যাশন কর্তৃক প্রদত্ত পাঠ্যসূচি বাস্তবায়ন।	৩০৩১ জন শিশু।
গান ও নাচ শেখানো।	৩০০ জন শিশু।
চিত্রাঙ্কন শেখানো, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কার বিতরণ।	৩৪২ জন শিশু।
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পুরস্কার বিতরণ।	৩০০ জন শিশু।
মা ও শিশুদের নিয়ে উঠান বৈঠক।	৩০৩১ জন মা ও শিশু।
স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে সমন্বয় সভা।	১০০ শিক্ষক।
দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোচিং এর ব্যবস্থা।	৫২ জন শিক্ষার্থী।
শিশুর পরিবার পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।	৩০৩১ জন শিশুর পরিবার।
গর্ভবতী মায়েদের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম।	৯০ জন গর্ভবতী মা।
শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাগ বিতরণ।	১১৪২ জন শিশু।
শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ড্রেস বিতরণ।	১১৪২ জন শিশু।
শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল বেতন বিতরণ।	১১৪১ জন শিশু।
শিক্ষার্থীদের জন্য ছাতা বিতরণ।	২৬৩ জন শিশু।
শিক্ষার্থীদের জন্য খাতা, কলম, পেন্সিল, স্কেল ও শার্পনার বিতরণ।	৩০৩১ জন শিশু।

কম্প্যাশন স্বাস্থ্য কার্যক্রম

কার্যক্রম সমূহ	উপকারভোগী শিশু ও পরিবারের সংখ্যা
কম্প্যাশন কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ্যসূচি বাস্তবায়ন	৩০৩১ জন শিশু
মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম	২৫০০ জন মা
শিশুদের হাত ধোয়া কার্যক্রম	৩০৩১ জন শিশু
বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ	৩০৩১ জন শিশু
খাদ্য নিরাপত্তার উপর সচেতনতা মূলক কার্যক্রম	৬০০ জন পিতা-মাতা
শিশুদের ওজন ও উচ্চতা পরিমাপ	৩০৩১ জন শিশু
মা ও শিশুদের নিয়ে উঠোন বৈঠক	৩০৩১ জন মা ও শিশু
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার, শ্যাম্পু, পেস্ট, ব্রাস ও নেইল কার্টার বিতরণ	৩০৩১ জন শিশু।
কিশোরী মেয়েদের স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ	৩৮০ জন কিশোরী মেয়ে
চিকিৎসা সহায়তা প্রদান- শিশু	১৬৪ জন শিশু।
চিকিৎসা সহায়তা প্রদান- অভিভাবক	১০ জন পিতা-মাতা
পুষ্টিকর খাবার প্রদান- শিশু	৬০০ জন শিশু।
পুষ্টিকর খাবার প্রদান - গর্ভবতী মা	৯০ জন গর্ভবতী মা

কম্প্যাশন সামাজিক কার্যক্রম

কার্যক্রম সমূহ	উপকারভোগী শিশু ও পরিবারের সংখ্যা
কম্প্যাশন কর্তৃক প্রদত্ত পাঠ্যসূচি বাস্তবায়ন	৩০৩১ জন শিশু
মা ও শিশুদের নিয়ে উঠোন বৈঠক	৩০৩১ জন মা ও শিশু
জন্মদিন উদ্‌যাপন	৭৩২ জন শিশু
শিশুর পরিবার পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান	৩০৩১ জন শিশুর পরিবার
জাতীয় দিবস ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ পালন	১২০০ জন শিশু
অভিভাবক সভা	৭৫০ জন অভিভাবক
দুর্যোগ থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় সে বিষয়ের উপর সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ।	৭৩২ জন শিশু
বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ	৭৫০ জন অভিভাবক
শিশু সু-রক্ষা কর্মশালা	৭৫০ জন অভিভাবক
যুব সংগঠন মিটিং	৩০০ জন যুবক-যুবতী
সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ	১২৯ জন মা
গরু পালন প্রশিক্ষণ ও গরু বিতরণ	৫৮ টি পরিবার
ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও ছাগল বিতরণ	২০০ টি পরিবার
মুরগী পালন প্রশিক্ষণ ও মুরগী বিতরণ	১৫০ টি পরিবার
সবজি চাষ প্রশিক্ষণ ও সবজির বীজ বিতরণ	২৫ টি পরিবার

উপহার বিতরন কার্যক্রম

উপহারের ধরন	উপকারভোগী শিশু ও পরিবারের সংখ্যা
জন্মদিনের উপহার	৭৩২ জন শিশু
সাধারণ উপহার	১৪৮ জন শিশু
শিশুর পরিবারের জন্য উপহার	১৮৭ টি পরিবার
প্রকল্প উপহার	৫টি প্রকল্প

জরুরি ত্রাণ ও চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম

- লক্ষীপুর-বিডি০২৪৯ এবং রুহিয়া-বিডি০২৬১ প্রকল্পে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ৪৯৯ জন শিশুর পরিবারে ২টি করে কম্বল, ২৫ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল এবং ২ লিটার সয়াবিন তেল বিতরণ করা হয়েছে।
- লক্ষীপুর-বিডি০২৪৯ প্রকল্পের একটি শিশুর বাড়ি-ঘর সম্পূর্ণভাবে আগুনে পুড়ে যায়। গত আগস্ট ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে কম্প্যাশনের অর্থায়নে ৪২২০০০.০০ (চার লক্ষ বাইশ হাজার) টাকা ব্যয় করে একটি টিন-শেড ওয়াল ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়।
- রুহিয়া মন্ডলীর পালক রেভা: শাহিন মন্ডল তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর রুহিয়া-বিডি০২৬১ প্রকল্পের মাধ্যমে কম্প্যাশনের সহায়তায় তার চিকিৎসার জন্য ৩২০৮৮০.০০ (তিন লক্ষ বিশ হাজার আটশ আশি) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

সফলতার গল্প

শিশুর নাম: আমেনা খাতুন, আইডি নং: বিডি০৩৪৬০১১০৫,
জন্ম তারিখ: ১৩.০৯.২০১১, বর্তমান বয়স: ১১ বছর ৮ মাস
শ্রেণি : ৪র্থ শ্রেণি
পিতার নাম : রুবেল শেখ
মাতার নাম : সাবিনা বেগম
ধর্ম : ইসলাম
গ্রাম : ৪নং কাশেম সড়ক খুলনা।
ভাই বোনের সংখ্যা: ৩ জন।
পরিবারের লোক সংখ্যা: ৫ জন।
প্রিয় শখ : বই পড়া।
প্রিয় খেলা : ব্যাডমিন্টন।
প্রিয় বন্ধু : স্বপ্না (চাচাতো বোন)
স্বপ্ন /বড় হয়ে কি হতে চায়: বড় হয়ে পুলিশ হতে চায়।
স্পন্সরের নাম: Jared Olsefski (USA)

কি ভাবে উপকৃত হয়েছে: আমেনা খাতুন এক জন হত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে গল্লামারী কম্প্যাশন প্রজেক্ট বিডি০৩৪৬ এর একজন স্পন্সরশিপ শিশু। বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন, কিন্তু কোমরের সমস্যার কারণে কাজ করতে খুবই কষ্ট হতো। মা একজন গৃহিণী ছিলেন। প্রকল্পে তার রেজিস্ট্রেশন হয় ০১/১১/২০১৪ সালে। শিশুটি পড়াশুনায় মোটামুটি ভালো এবং নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থেকে পড়াশুনা চালিয়ে আসছে । শিশুটি প্রজেক্ট থেকে শিক্ষা,স্বাস্থ্য, ও অন্যান্য সরঞ্জাম পেয়েছে, যা তার পড়াশুনা সুন্দরভাবে চালিয়ে এবং পারিবারিকভাবেও খুবই উপকৃত হয়েছে। একটা সময়ে তাদের খাবার খাওয়ার জন্য অন্যের উপরে নির্ভর করতে হতো, এখন তাদের আর খাবারের কষ্ট নেই। শিশুটি প্রজেক্ট থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছে । আমেনার স্পন্সর আমেনাকে অনেকবার উপহার পাঠিয়েছে । তাদের ঘরের অনেক ফার্নিচার আমেনার উপহারের টাকা দিয়ে কিনে দেওয়া হয়েছে । উপহারের টাকা দিয়ে শিশুর পিতা প্রথমে অন্যের সাথে শেয়ারে গ্যাস বিক্রির ব্যাবসা আরম্ভ করে । বিগত জানুয়ারি ২০২৩ খ্রী: গ্যাসের ব্যাবসা বাদ দিয়ে তারা নিজেরাই একটি হোটেল দিয়েছে। হোটেলে সকালের নাস্তা , রুটি, দুপুরে ভাত ও চা বিস্কুট বিক্রয় করা হয় । তাদের পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে আসে । শিশুর পিতা-মাতা একত্রে দোকান পরিচালনা করে এবং দোকানের বেচাকেনা সন্তোস জনক। অন্যান্য ভাইবোন নিয়মিত স্কুলে পড়ালেখা করছে। তারা এখন পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্ব-নির্ভর হয়েছে। এই সুযোগ পাওয়ার জন্য শিশু ও তার পরিবার স্পন্সর, কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও সেন্টার অফিসকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

ধন্যবাদান্তে,
আমেনা খাতুন ও তার পরিবারের পক্ষে
মিলকা বিশ্বাস সুমী (সমাজকর্মী)
গল্লামারী বিডি-০৩৪৬

সফলতার গল্প

মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গ শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-মুশুরিয়া-বিডি-০৩৪২

পরিচয়: প্যাট্রিক গাইন,
পিতা: সুধান গাইন,
মাতা: বিউটি গাইন,
গ্রাম: মুশুরিয়া,
পোস্ট: রামশীল,
উপজেলা: কোটালীপাড়া,
জেলা: গোপালগঞ্জ।

সে মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গ শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-মুশুরিয়া-বিডি০৩৪২ এর একজন স্পন্সরশিপ ছেলে শিশু। তারা তিন ভাই তাদের কোন বোন নাই।

প্রকল্পে রেজিস্ট্রেশন: ২৩/০২/২০১২ খ্রী: শিশুটি, মুশুরিয়া-বিডি-০৩৪২ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী হিসেবে যুক্ত হয়। প্রকল্পে শিশুর আইডি বিডি-০৩৪২০০১২৫।

পড়াশুনা: শিশুটি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে। অত:পর সে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে ডেন্টালে কাজ শিখছে। তার বড় ভাই এইচ. এস. সি পরীক্ষার্থী এবং ছোট ভাই ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে।

পারিবারিক অবস্থা: বাবা দিনমজুর, মা গৃহিণী। শিশুটির পরিবার একটি দরিদ্র পরিবার। তাদের চাষ যোগ্য কোনো জমি নেই। তার বাবার একার আয়ের উপর পরিবারটি নির্ভরশীল। মা সংসারের কাজের পাশাপাশি পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য হাঁস, মুরগী পালন করে। পূর্বে তাদের কোনো গবাদি প্রাণী সম্পদ ছিল না।

প্রকল্প থেকে আয় বৃদ্ধিমূলক ব্যবস্থা করা: শিশুটি ২০১৪ খ্রী. তার স্পন্সর এর নিকট থেকে পাঁচ হাজার সাতশত নব্বই টাকা উপহার হিসাবে পায়। সেই টাকা থেকে দুই হাজার সাতশত টাকা দিয়ে প্রকল্পের মাধ্যমে ১টি ছাগল ক্রয় করে দেয়া হয়। সেই ছাগলটি থেকে পর্যায় ক্রমে ২০ টি ছাগল বৃদ্ধি পায়। তার মধ্যে থেকে ১২ টি ছাগল বিক্রি করে বাড়ির ভিটা উঁচু করে, টিন ক্রয় করে ঘরের বারান্দা বৃদ্ধি করে এবং মাঝে মাঝে সংসারের খরচ বহন করে, ভাইদের পড়াশুনার খরচ বহন করে এবং শিশুর ডেন্টালের কাজের খরচ বহন করে। তাদের পরিবারে বর্তমানে আরো ৮ টি ছাগল আছে যার মাধ্যমে তাদের পারিবারে আরো উন্নতি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি। শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে স্পন্সর, শেড বোর্ড, কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং প্রকল্পকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

ধন্যবাদান্তে,
প্যাট্রিক গাইনের পক্ষে
রিপন অধিকারী (সমাজকর্মী)
মুশুরিয়া-বিডি-০৩৪২
রামশীল, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

সফলতার গল্প

মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গ নাঘিরপাড় কম্প্যাশন প্রজেক্ট- বিডি-০৩৫১

শিশুর নাম: মিথিলা জয়ধর,
আইডি নং: বিডি-০৩৫১০১০২২
জন্ম তারিখ: ২৭.১০.২০১০,
বর্তমান বয়স: ১২ বছর ৭ মাস
শ্রেণি: ৮ম শ্রেণি
পিতার নাম: ধ্রুব জয়ধর
মাতার নাম: নমিতা জয়ধর
ধর্ম: হিন্দু
গ্রাম: বড়মগড়া
পরিবারের লোক সংখ্যা: ৪ জন
প্রিয় শখ: ফুলের বাগান করা।
প্রিয় খেলা: লুডু খেলতে পছন্দ করে।
স্বপ্ন /বড় হয়ে কি হতে চায়: বড় হয়ে শিক্ষিকা হতে চায়

স্পন্সরের নাম: ইভিটা বার্গমেন (এই)
কি ভাবে উপকৃত হয়েছে:
মিথিলা জয়ধর এক জন হত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। বাবা একজন দিনমজুর, মা গৃহিণী। সে নাঘিরপাড় কম্প্যাশন প্রজেক্টের স্পন্সরশিপ শিশু। প্রকল্পে তার রেজিস্ট্রেশন হয় ১৮/০৩/২০১৪ খ্রী.। তখন তার বয়স ছিল তিন বছর সাত মাস । শিশুটি নাঘিরপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা শুরু করে । সে পড়াশুনায় মোটামুটি ভালো এবং নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থেকে পড়াশুনা চালিয়ে আসছে । শিশুটি প্রজেক্ট থেকে শিক্ষা,স্বাস্থ্য, ও অন্যান্য সরঞ্জাম পেয়েছে যা তার পড়াশুনা সুন্দরভাবে চালিয়ে যেতে এবং পারিবারিকভাবেও খুবই উপকৃত হয়েছে। শিশুর বাবা মা প্রজেক্টে থেকে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন এবং শাক-সবজি চাষ প্রশিক্ষণ পেয়েছে। সমস্ত কিছুর জন্য সে এবং তার পরিবারের সকলেই স্পন্সরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। তার বাবা একজন দিন মজুর তাই সন্তানকে লেখা পড়া করানো এবং অন্যান্য ব্যয় ভার বহনে অসমর্থ ছিল। শিশুর পারিবারিক উপহারের ২৯,৩৮৫/- (উনত্রিশ হাজার তিনশত পঁচাশি) টাকা দিয়ে একটি ছোট ঘর মেরামত করা হয় এবং পরিবারের আয় উন্নতির জন্য একটি ছাগল ক্রয় করা হয় এতে তার পরিবার অনেক উপকৃত হয়েছে । বর্তমানে ছাগলটির দুটি বাচ্চাসহ মোট তিনটি ছাগল আছে। তাদের আশা এই ছাগল পালন করে আরো ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে পরিবারের উন্নতি করতে এবং স্বাবলম্বী হতে সক্ষম হবে। এই সুযোগ পাওয়ার জন্য শিশু ও তার পরিবার স্পন্সর, কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও সেন্টার অফিসকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

ধন্যবাদান্তে,
মিথিলা জয়ধর ও তার পরিবারের পক্ষে
নয়মী হাঁসদা (সমাজকর্মী)
নাঘিরপাড় বিডি-০৩৫১

সফলতার গল্প

উত্তর বঙ্গ শিশু উন্নয়ন প্রকল্প খ্রীষ্টিয়ান পাড়া, বিডি-০২৪৯

শিশুর নাম: তিথি রানি
গ্রাম: রহিমানপুর
থানা: লক্ষ্মীপুর
জেলা: ঠাকুরগাঁও
আইডি -বিডি-০২৪৯০১০০৬
পিতা: রতন হাজরা
মাতা: পবিতা রানি

বাবা রতন হাজরা অন্যের বাড়িতে দিন মজুরের কাজ করতো। মা বাড়িতে বাঁশের ডালি, কুলা তৈরি করে বাজারে বিক্রয় করে কোন রকমে সংসার চালাতো। তিথি রানি প্রকল্পে ২০১৮ সালে ভর্তি হন। ফ্যামিলি গিফট এর ৩৭০০০/= টাকা দিয়ে ২টি গরু এবং ৩০০০/= টাকা দিয়ে ১ টি ছাগল ক্রয় করে দেওয়া হয়। ২০২০ সালে এই গরু ও ছাগল বড় করে ৭০০০০/= টাকায় বিক্রয় করেন। সাথে ২৫০০০/ টাকা নিজে কন্ট্রিবিউশন দিয়ে মোট ৯৫০০০/= টাকা দিয়ে ১ টি চার্জার ভ্যান ক্রয় করেন। প্রতিদিন ৫০০থেকে ৭০০/= আয় করেন। তিথির মা বাড়িতে চা বিস্কুটের দোকান দেন ও নিজে বেচা-কেনা করেন। বাড়িতে ৪ টি ছাগল পালন করেন। তাঁদের পরিবারে সচ্ছলতা আসছে। তার বাবা-মা এখন আর অন্যের বাড়িতে দিন মজুরের কাজ করতে যান না। নিজেরা টয়লেট পাকা করেছেন ও টিউবওয়েল স্থাপন করেছেন। শিশু তিথি রানি এখন পঞ্চম শ্রেণীতে লেখা-পড়া করেন। তার মা-বাবা প্রকল্প, শেড বোর্ড , কম্প্যাশন ও স্পন্সরের কাছে কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তার পিতা-মাতা এখন অনেক সচেতন, তাই মেয়েকে লেখা-পড়া করিয়ে স্বাবলম্বী করাতে চান। মেয়েকে কোন ভাবে বাল্য বিবাহ দিবেন না বলে পরিবার প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

ধন্যবাদান্তে
পরিবারের পক্ষে
ভুজেন্দ্র নাথ সিংহ
প্রজেক্ট ম্যানেজার
বিডি-০২৪৯

শেড বোর্ড বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৪ খ্রী.

কর্মসূচী	এরিয়া/ স্থান	বাস্তবায়নকাল (সম্ভাব্য)		দায়িত্ব	অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা
		শুরু	শেষ		
কম্প্রিহেনসিভ প্রভার্টি রিডাকশন প্রকল্পের পরিধি বৃদ্ধি করা	শান্তিকুঠির ও পাখিরচালা	জানুয়ারি ২০২৪ খ্রী.	চলমান	শেড বোর্ড পরিচালক	এলএমআই (জার্মানী) দাতা সংস্থা কর্তৃক
অবকাঠামোগত উন্নয়ন আধুনিক আবাসন, শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা	বালক ও বালিকা হোস্টেল, দিনাজপুর	জানুয়ারি ২০২৪ খ্রী.	চলমান	শেড বোর্ড	নিজস্ব অর্থায়নে
শেড বোর্ড কমপ্লেক্স, মিরপুর।	ঢাকা, মিরপুর	জানুয়ারি ২০২৪ খ্রী.	চলমান	শেড বোর্ড	নিজস্ব অর্থায়নে
প্রিস্কুলের শিশু ও অভিভাবকদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং স্কুল সংখ্যা বৃদ্ধি করা।	প্রিস্কুল এলাকা	জানুয়ারি ২০২৪ খ্রী.	ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রী.	এডুকেশন অফিসার	ব্যবস্থাপনায় (বিএমএস)
স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/ একজন ডাক্তারের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।	মল্লিকবাড়ি, শান্তিকুঠির, কাঠিরা ও রুহিয়া	জানুয়ারি ২০২৪ খ্রী.	ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রী.	পরিচালক (সিএইচসি)	খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল চন্দ্রঘোনা (সিএইচসি)
ইন্ডিজিনিয়াস উইমেন ইম্পাওয়ারমেন্ট প্রজেক্ট – ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সরকারি অনুমোদন গ্রহণ।	তানোর, রাজশাহী	জানুয়ারি ২০২৪ খ্রী.	ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রী.	প্রোগ্রাম অফিসার, প্রকল্প ব্যবস্থাপক	স্থানীয় সমবায় দপ্তরের সাথে যোগাযোগ এবং (প্রকল্প/ শেড বোর্ড)
কৃষি খামারের আয় বৃদ্ধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	গাংগাঠিয়া, ভালুকা এবং বিরল, দিনাজপুর	জানুয়ারি ২০২৪ খ্রী.	ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রী.	শেড বোর্ড সকল কর্মী	শেড বোর্ড নিজ/ দাতা সংস্থা
শেড বোর্ড পার্টনারশিপ প্রকল্প– কম্প্যাশন বাংলাদেশ এর প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধি করা	পরিকল্পনা অনুসারে	জানুয়ারি ২০২৪ খ্রী.	চলমান	পরিচালক, শেড বোর্ড	কম্প্যাশন ইন্টারন্যশনাল

সর্বোপরি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, শত প্রতিকূলতার মাঝে সকলকে সুস্থ রেখেছেন এবং মানুষের জীবন জীবিকা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিষ্ঠার সাথে আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহায়তা করেছেন। শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাই তাদের যারা আমাদের কার্যক্রমের অংশীদার । তাদের সহযোগিতা আমাদের কে অনুপ্রাণিত করেছে নতুন নতুন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করতে সহায়তা করেছে। জীবন ও জীবিকার কাছে আজ শত প্রতিকূলতা হার মেনেছে কার্যক্রমকে গতিময় করেছে।

ধন্যবাদ!